প্রথম আলো
14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

হলে পানি ও বিদ্যুৎ নেই, ছাত্রদলকে হটিয়ে আছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রাবাস বাণী ভবানী, হলের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দুই বছর আগেই বসবাসের অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়েছে। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগও নেই। ওই ভবনেই অবৈধভাবে থাকতেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১২ জন কর্মী। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের বের করে দিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের স্থানীয় এক নেত্রী বৃহস্পতিবার রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মী এইচ এম কিবরিয়া ও জনিসহ ২০-২৫ জন কর্মীকে নিয়ে পুরান ঢাকার ১ নম্বর ঈশ্বরচন্দ্র দাস লেনের বাণী ভবানী হলে যান। তাঁরা হলে অবস্থানরত ছাত্রদলের ১২ জন কর্মীকে বের করে দিয়ে দুটি কক্ষে তালা লাগিয়ে দেন। শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগের কয়েকজন হলে অবস্থান নেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহিংসতার আশঙ্কায় শুক্রবার রাতে হলে পুলিশ মোতায়েন করে। গতকাল শনিবার সকালে পুলিশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এইচ এম কিবরিয়া বলেন, 'হলে থাকার অধিকার সব ছাত্রের আছে। তাই হল দখলে কোনো অন্যায় হয়নি।' তিনি অবিলম্বে হলে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানান।

গতকাল সরেজমিনে দেখা যায়, দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট ওই হলের ফটকে ছাত্রলীগের কর্মীরা পাহারা দিচ্ছেন। ভবনের নিচতলায় একটি ও দোতলায় ছয়টি কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলোতে ছাত্রলীগের কর্মীরা খাট, পড়ার টেবিলসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বসবাস করছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবু সাঈদ বলেন, 'হল দখলের মতো কিছু হয়নি। একসময় আমাদের কিছু কর্মী ওখানে থাকত। তারাই আবার হলে ফিরেছে। তবে যারা এত দিন ছিল, তারা যদি থাকতে চায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসবিহীন বাণী ভবানীতে থাকার মতো পরিবেশ নেই। তাই এটাকে হল বলা যায় না।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকন বলেন, এটা তো গতানুগতিক বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচিত ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও কর্মচারীদের ঘরবাড়ি ভেঙে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা। যাতে বেশ কিছু শিক্ষার্থী সেখানে থাকতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমি ছাত্রনেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। পরিস্থিতি শান্ত আছে। পুলিশ চলে গেলেও নজরদারি অব্যাহত আছে।' তিনি বলেন, 'দুই বছর আগে প্রকৌশলীরা ঝুঁকিপূর্ণ বাণী ভবানী ভবনকে বসবাসের অনুপযোগী ঘোষণা করেছেন। ছাত্রদের ওখানে না থাকার জন্য আমরা দু-তিন দিনের মধ্যে আবার নোটিশ পাঠাব।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হলের মধ্যে একমাত্র বাণী ভবানী হলের আংশিক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বে আছে। হলের দোতলা ভবনের পাশে টিনশেড ঘরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বসবাস করেন। সাবেক উপাচার্য সিরাজুল ইসলাম খানের সময় গত বছরের প্রথমার্ধে ওই হলে অবস্থানরত ছাত্রদের হল ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।